সমকাল

তারিখ 16 APR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জাবির পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে কক্ষ সংকট

মো. রাশেদুজ্জামান পবিত্র

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের আঁতুড়ঘর। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের সোনালি সময় অতিবাহিত করেছি এই আঁতুড়ঘরেই। ২০০৬ সালের পহেলা বৈশাখের পরের দিন ক্লাস দিয়েই তৈরি হয়েছিল আমাদের এই আত্মার বন্ধন। অনেক পুরনো বিভাগের তুলনায় নবউদ্যমের আশা জাগানিয়া অপেক্ষাকৃত নতুন পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগেই আমাদের যাত্রা শুরু। জাতীয় পরিবেশ পদক, ইয়ং সায়েন্টিস্ট পুরস্কার পাওয়া শিক্ষকবৃন্দসহ দেশে-বিদেশে চাকরি ও গবেষণায় অনন্য অবদান রাখা অনেক ছাত্রছাত্রী নিয়ে একটি বড় পরিবার এই পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ। অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও প্রথম দুই বর্ষ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫তম আবর্তনে কোনো রকম সেশনজট ছাড়াই আমরা ছিলাম দ্বিতীয় অগ্রগামী বিভাগ, যারা বছর শেষ করার আগেই পরীক্ষা শেষ করেছিলাম।

পিছিয়ে পড়ি তৃতীয় বর্ষে। প্রথম দিকে জহির রায়হান মিলনায়তনে একটি ছোট্ট কক্ষে গবেষণাগার থাকলেও পরে চলে আসি এখনকার বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ যে ভবনে সেখানে। অনেক জায়গায় ফাটল ধরা এই ভবনে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করা এতটাই দুরূহ হয়ে ওঠে যে, অবশেষে সব ক্লাস নেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে প্রায় ২১ মাস পরে পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের করিডোরে কোনো রকমভাবে তা শেষ করে তৃতীয় বর্ষের পাঠ শেষ করি। ততদিনে পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে ছয়টি ব্যাচের দুটি রুমে ক্লাস নিতে গিয়ে শিক্ষকদের রীতিমতো হিমশিম খাওয়ার অবস্থা, শিক্ষার্থীদের অবস্থা আরও করুণ। কিছুদিন পরে সেমিনার রুমকে খণ্ডকালীন শ্রেণীকক্ষে রূপান্তর করা হয়। এখনও শিক্ষকদের রাসায়নিক পদার্থ রাখার কক্ষের পাশে হার্ডবোর্ড দিয়ে আলাদা করে ছোট্ট কক্ষে অথবা অন্য কোনো বিভাগের ভেতর আলাদা কক্ষে বসে তাদের সঙ্গে গবেষণায় নিয়োজিত ছাত্রছাত্রীদের আলোচনা করতে হয়। আমাদের সময় পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগে যে পরিমাণ শিক্ষার্থী ছিল এখন তা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। আমাদের আগের ব্যাচের ভাইবোনদের কাছে শুনেছি, তারা সিঁড়িতে কিংবা গাছের নিচেও ক্লাস করেছে। কয়েকদিন ধরে পত্রিকায় খবর বের হচ্ছে, শ্রেণীকক্ষের জন্য পরিবেশ বিজ্ঞানসহ অন্য কয়েকটি বিভাগের পাঠ কার্যক্রম ব্যাহত। দেশের বাইরে যারা পড়াশোনা করতে আসে তারা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারে যে, কতটা সীমাবদ্ধতার মাঝে আমাদের দেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। এর মাঝেও কত সুন্দরভাবে স্বমহিমায় বিশ্ব মানচিত্রে নিজেদের বিকশিত করছে অনেকেই।

আগের থেকে বেড়ে যাওয়া শিক্ষার্থীরা তাদের ক্লাস করতে গিয়ে পড়ছে নানা সমস্যায়। প্রথম বর্ষের ছাত্রাবস্থা থেকে শুনে আসছি যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সামনে যে ভবন হচ্ছে ওখানে আমরা স্থানান্তরিত হবো একদিন। বছরের পর বছর পেরোলেও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থা পার করে বিদেশে পড়তে এসেও শুনতে হচ্ছে, এক সময়ের সিন্ডিকেটের অনুমতি দেওয়া বরাদ্দকৃত নতুন এই ভবনের জায়গার জন্য আমাদেরই ছোট ভাইবোন নিরন্তর চেষ্টা করতে হচ্ছে অবিরত।

তাই আর কোনো দালিলিক বা মৌখিক আশ্বাস না দিয়ে বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ নিতে শিক্ষকদের আন্তরিক সহযোগিতাই কাম্য, যেন সব রকম প্রশাসনিক জটিলতা অতিক্রম করে পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবি মেনে নিয়ে সব বিভাগের পাঠ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে চলে। আসলে উন্নত দেশের থেকে কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকলেও বরাবরই আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা সবসময় উতরে গেছি। তাই সীমাবদ্ধতার মাঝে আরও সীমাবদ্ধতা আরোপ করলে জ্ঞানার্জন ও গবেষণার পরিধিটিকে যেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতরের দিকেই ধাবিত করা হয়। পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীসহ সব বিভাগের শিক্ষার্থীরা যেন সেশনজটহীন বর্ষ শেষ করতে পারে এই কামনা রইল।

○ সাবেক শিক্ষার্থী, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; জাপানে পিএইচডি গবেষণারত